R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ
১১তম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১১ই শ্রাবণ বুধবার, ১৪১৭।
২৮শে জুলাই ২০১০ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

জেলা শাসকের দপ্তরের এক চিঠির চার জায়গায় মুর্শিদাবাদ -এর পরিবর্তে মুসলিমাবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদের বর্তমান জেলা শাসক পারভেজ আমেদ সিদ্দিকি, যিনি পদাধিকার বলে জেলা নির্বাচন আধিকারিকও। তাঁর দপ্তর ভোটার তালিকা সংক্রান্ত এক চিঠি পাঠিয়েছে জেলার সমস্ত মহকুমা শাসককে গত ২১/৭/২০১০ ; নির্দেশ অনুযায়ী জেলার সমস্ত বি.ডি.ও. - এবং আধিকারিকদের দপ্তরে ঐ চিঠির কপি এতদিন পৌঁছে গেছে। মেমো নম্বর Msd/Elec / 2010 / 551(5)/En. Date 21.7.10 । ঐ চিঠির চার জায়গায় জেলা শাসক ও নির্বাচন আধিকারিকের পর মুর্শিদাবাদের পরিবর্তে মুসলিমাবাদ উল্লেখ করা হয়েছে। বানান ভুল হলে টাইপ এদিক ওদিক হতে পারতো কিন্তু তা হয়নি। চিঠিটির নিচে জনৈক টি. সরকার এবং জেলা শাসকের এক আধিকারিক সই করেছেন ২১/৭/১০। মুর্শিদাবাদ রাতারাতি মুসলিমাবাদ হয়ে গেল কাদের ষড়যন্ত্রে ? নির্বাচন কমিশন ও জেলা শাসক এ ব্যাপার এখন কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন সেটাই দেখার।

বিদ্যুৎ দপ্তরের সিকিউরিটি বিল নিয়ে চারিদিকে ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিদ্যুৎ দপ্তরের পাঠানো 'সিকিউরিটি ডিমাণ্ড' বিল পেয়ে এলাকার মানুষ রীতিমত ক্ষুব্ধ। বিদ্যুৎ গ্রাহকদের অনেকের অভিমত – একেই ঘনঘন লোড্ শেডিং, বাড়তি বিলের চাপে এমনিতেই জনসাধারণের মনে অসন্তোষ ছিলই, তার ওপর অতিরিক্ত বিলের বোঝা স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। রঘুনাথগঞ্জ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার অনেক গ্রাহক ১০০০ / ২০০০ / ৪০০০ এই রকম টাকার অতিরিক্ত বিল হাতে পেয়েছেন। বিষয়টির জন্য রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যুৎ দপ্তরে যোগাযোগ করলে জুনিয়ার স্টেশন ম্যানেজার জনার্দন ভট্টাচার্য্য জানান – বিল সংক্রান্ত বিষয়টা বে-সরকারী সংস্থার হাতে বর্তমান। তাই এই ডিমাণ্ড তাদের মস্তিষ্ক প্রসূত। এই বিষয়ে কোন সারকুলার বা চিঠি আসেনি। এমন কী এই বিলের ক্ষেত্রে দপ্তরের কর্মচারীদেরও ছাড় দেওয়া হয়নি। প্রতি আর্থিক বছরে এই বিল পরিশোধ করতে হবে এবং এরজন্য(শেষ পাতায়)

আউটডোরের রোগীরা এত অবহেলিত কেন ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : যে কোন সরকারী হাসপাতালে আউটডোরের রোগী দেখা ডাক্তারদের কর্ম সংস্কৃতির মধ্যে থাকলেও ডাক্তাররা সেটা এক রকম মানতেই চান না। জঙ্গিপুর হাসপাতালের তারই একটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত – ১৩ জুলাই '১০ অর্থপেডিক সারজেন ডাঃ ভি. সমাদ্দারের অপেক্ষায় থেকে আউটডোরের বেশ কয়েকজন রোগী জানতে পারেন ডাক্তারবাবু জঙ্গিপুর আদালতে হাজিরা দিতে গেছেন, তাই আজ আউটডোরে রোগী দেখবেন না। এরপর ১৬ জুলাই যন্ত্রণাকাতর রোগীরা আউটডোরে হাজির হয়ে জানতে পারেন ডাঃ সমাদ্দার ছুটিতে গেছেন। ক' দিনের ছুটিতে কিছু জানতে না পেরে পুনরায় ২০ জুলাই রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের গঙ্গাপ্রসাদ, সুতী-১ ব্লকের নুরপুর, ফতুল্লাপুর (৩য় পাতায়)

প্রণববাবুর প্রতিশ্রুতিকে ভেঙচি কাটছে উমরাপুরের আমজনতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী-২ ব্লকের দুর্গম গ্রাম উমরাপুর। গ্রামে চলাচলের রাস্তায় এখনও মোরাম পড়েনি, পীচ দূরের কথা। একদিকে কাদোয়া ব্রীজ থেকে নদীর ধার বরাবর মাটির রাস্তা, অন্যদিকে চাঁদপুরের ভেতর দিয়েও সেই মাটির রাস্তা। প্রণব মুখার্জী গত লোকসভা ভোটের আগে প্রচারে যান ঐ সব অঞ্চলে। কাদোয়ায় এবং গোপালপুরের জনসভায় প্রচার (শেষ পাতায়)

জঙ্গিপুর পুরসভার উন্নয়নমূলক কাজ পুরো গতিতে চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জে মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে ভাগীরথী নদীর তীরে পাঁচ একর জায়গার ওপর রাজ্য সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক কলেজ নির্মাণের প্রয়োজনে গত সপ্তাহে ভিডিওকন কনস্ট্রাকসন ডিভিশনের একটা প্রতিনিধি দল এখানে আসেন। তারা প্ল্যানিং এর জন্য জায়গাটা সরজমিন তদন্ত করেন। ওদের রিপোর্ট এলেই শিলান্যাস (৩য় পাতায়)

টাকা তছরূপের অভিযোগে এজেন্ট হাজতে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রোজভ্যালী সঞ্চয় সংস্থার রঘুনাথগঞ্জ শাখার প্রাক্তন এজেন্ট তরুণকান্তি চক্রবর্ত্তীকে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ গত সপ্তাহে গ্রেপ্তার করে। জানা যায় ২০০৮ সালে ঐ সংস্থার ম্যানেজার পূর্ণেন্দু সিংহ, ক্যাশিয়ার সুজয় ঘোষ ও এজেন্ট তরুণকান্তি চক্রবর্তীর যোগসাজসে কোম্পানীর প্রায় ৬ লক্ষ টাকা তছরূপ হয়। রোজ-ভ্যালীর ম্যানেজমেন্ট তিনজনের (শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই শ্রাবণ বুধবার, ১৪১৭

স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা

মনুষ্য সমাজে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা দুই গুণই মনুষ্যের মনমধ্যে বিরাজমান। শুধুমাত্র পশু ও মানবেতর জীব সম্পূর্ণভাবে স্বার্থপর। স্বস্বার্থ সিদ্ধির দ্বারা তাহারা নিজেকে রক্ষা করিতেই শেখে। কোন পশু কখনও নিজ খাদ্য, নিজ বাসস্থান অপরকে দান করে না, করিবার ইচ্ছাও পোষণ করে না। কিন্তু মনুষ্য সমাজে আত্মোৎসর্গ দ্বারা অপরের উপকার করিবার প্রবৃত্তি দেখা যায়। তাই বলিয়া একথা মনে করিবার কারণ নাই যে সকল মানুষই পরার্থপর। মনুষ্য সমাজে এই প্রবচনের চল রহিয়াছে যে "আপনি বাঁচলে বাপের নাম"। তবে ঐ রূপ বোধসম্পন্ন মানবকে পশু মনোভাবাপন্ন মানব বলাই শ্রেয়। সদাশয় ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন – ধনানি জীবতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ। 'পরের জন্য যদি আপনাকে উৎসর্গ না করিলে তো করিলে কি।' পশুর মত জীবন ধারণ করিয়া মানুষ বলিয়া নিজেকে জাহির করার লাভ কি ? সে কারণেই চালাক যাহারা তাহারা অন্যায় বুঝিতে পারিলে সেই অন্যায়কে আবরিত করিয়া তাহার কার্য্যাবলীকে ন্যায় প্রতিপন্ন করিতে বিভিন্ন অজুহাত দিয়া থাকে। দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত 'স্বার্থপরতা বনাম পরার্থপরতা' নামক নিবন্ধে সেই কারণেই লিখিয়াছেন – শয়তানের অপকর্মের যখন কৈফিয়ৎ আছে তখন যত অপকর্মই কর না কেন শাস্ত্র পসাদ্যাৎ অনুকূল নজীরের অভাব নাই। তবে একটু চালাকী বিদ্যা জানা থাকা চাই। যে যত চালাক সে তত কম ঠকে এই আপ্ত বাক্য অনুসরণ করিয়া অন্যকে ঠকিয়ে ধন, মান, যশ সবই করতলগত করিতে সচেষ্ট হয়। মনে মনে ভাবে ধর্ম বা পুণ্য যখন চিত্র গুপ্তের খতিয়ান দেখিয়া ঠিক করার কোন উপায় নাই, তখন তাহার অপকর্ম ধরিবে কে ? এবং তাহাতে লাভই বা কি ? শাস্ত্র দৃষ্টান্ত দেয় বলি রাজা সর্বস্ব দান করিয়া শেষ পর্যন্ত পাতালে বন্দী হইয়াছিলেন। আর কি এক মুনি এক মুঠো ছাতু দিয়াই অক্ষয় স্বর্গবাসের ব্যবস্থা করিয়া নিলেন। স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা পরস্পরের বিরুদ্ধে ভাবাপন্ন হইলেও ফায়দাবাজের হাতে পড়িয়া স্বার্থপরতা পরার্থপরতার উপর টেক্কা মারিয়া যশের ও ধনের ধ্বজা উড়াইয়া তোষামোদকারীদের বাহবা লইয়া থাকে। স্বার্থপরতা সাফাই হাতের কায়দায় পরার্থপরতার রূপ ধরিয়া লোকরঞ্জন করিয়া চামচাদের হাততালি কুড়ায়। আবার জ্ঞানবানদের চোখে সঠিক রূপ ধরা পড়িলেই হাস্যাস্পদ হইতে হয়। এই যে মোহিনীশক্তি -- যাহা হয় কে নয় ও নয়কে হয় করে তাহা ভাবের ঘরে চুরি। এই চুরি হয়তো অন্যের চোখকে ফাঁকি দিতে পারে, কিন্তু নিজের বিবেককে ফাঁকি দিতে পারে না। দাদাঠাকুর বলিয়াছেন ভেজাল মাল অন্যের কাছে সাচ্চা বলিয়া চালানো যত সোজা নিজের বিবেকের কাছে চালানো তত সোজা নয়। সহজ সরল মানুষদের স্বার্থপর কুটিল মানুষ আপাততঃ পরাস্ত করিলেও এবং বোকা বানাইলেও চরমে স্বার্থপরতার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কথায় আছে –

'কেউ মরে বিল ছিঁচে কেউ খায় কৈ।
যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দৈ।।

ইহাও বেশীদিন চলে না। ভাবের ঘরে চুরি করিয়া যতই বড় হওয়া যাউক, একদিন না একদিন স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে। মানুষের কাছে নিজেকে ধরা পড়িতেই হইবে।

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

গোল দিয়ে দে চুপ করে যাবে

২২শে আষাঢ় জঙ্গিপুর সংবাদ-এ "জঙ্গিপুর স্পোর্টস কমপ্লেক্স ও কয়েকটি কথা" শীর্ষক নিবন্ধে দেবব্রত সেন মহাশয় যে প্রশ্নাত্মক আলোচনা করেছেন সে সম্পর্কে দু-কথা বলা জরুরী মনে করছি। তাঁর রচনাটির প্রসঙ্গ মাঠ ও খেলা হলেও লেখার প্রারম্ভেই পৌরনির্বাচন এগারর ভোট ভোটারদের চমক ইত্যাদির ইঙ্গিত দিয়েছে আবার 'গ্রাম ফুটবল'-এ সাড়া নিয়ে সরব হয়েছেন। এখানেই তাঁর কলমের উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় আর গোপন থাকে না। আলোচনাটা যখন ওজনস্তরে ছিদ্র বা কৃষ্ণ গহ্বর নিয়ে হচ্ছে না তখন গভীর চিন্তা বা ক্ষুরধার বুদ্ধি ছাড়াই আপনার (প্রয়োজন ছিল ?) প্রশ্নের উত্তরে অকপটে বলি আলবাৎ ছিল।

এই স্পোর্টস কমপ্লেক্সটা 'তথাস্তু' বলে দিলাম আর হয়ে গেল তেমনটা নয়, দীর্ঘদিন নিয়ত প্রচেষ্টার প্রত্যাশা পূরণের সূচনা ঘটছে। ম্যাকেঞ্জী ময়দানে। ওটা আমাদের হক্ পাওনা। আপনি রঘুনাথগঞ্জে খেলাধূলা কমে যাওয়ার কথা লিখেছেন, কোথায় বেড়েছে শুনি দু-একজন ব্যক্তিগত ইভেন্ট ছাড়া গোটা ভারত তো ধুঁকছে। প্রত্যেকটি বিভাগে ছড়ি ঘোরাচ্ছেন তাবড় তাবড় রাজনৈতিক নেতা। আপনার মত বিশিষ্টজনের তো তাদের কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া উচিৎ, অনর্থক এই স্পোর্টস কমপ্লেক্স নিয়ে হা-হুতাশ করছেন।

লেখার মধ্যে এসডিও অফিস ও হাসপাতাল মাঠের উল্লেখ আছে, দুটোই ঘেরা মাঠ এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট প্রশাসনিক কর্তা রয়েছেন, ম্যাকেঞ্জী ময়দানের মত খোদার খামার না। কোটি টাকা ব্যয়ে এই স্থায়ী প্রকল্প নিয়ে আপনি বড়ই বিচলিত বোধ করছেন, খেলাধূলার ক্ষেত্রে কোন্ উন্নতি ত্বরান্বিত হবে তা নিয়েও ভেবে আকুল, কিন্তু আপনার গ্রাম ফুটবলের গত দু-বছরের বাজেট সম্বন্ধে কোন অনুমান বা ধারণা আছে ? আর হ্যাঁ, গ্রাম ফুটবল প্রসঙ্গটি যখন আপনি উত্থাপন করেছেন তখন আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি 'গ্রামফুটবল' শব্দটিতে আমরা জঙ্গিপুরের মানুষ বা মুর্শিদাবাদের উৎফুল্ল হওয়ার কোন কারণ আছে কি ? পশ্চিম বাংলার কোন্ শহর আমাদের কাছে হারে নি, কাজেই সেই শহুরে বাবুদের আরবান আর রুরাল ফারাকটা বুঝতে বলুন।

সবুজ, খেলা, মেলা, মিটিং, জনসভা, সার্কাস বয়স্কদের অবকাশ নগর জীবনে এই উপাদানগুলি বিঘ্নিত হলে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করাই স্বাভাবিক, তবে জেনে রাখুন, সার্কাস ছাড়া সব ব্যবস্থাই থাকছে নিয়মমত নির্দিষ্ট স্থানে। সার্কাসটা মিয়াপুর উমরপুরে হবে। দুই স্কুলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, পৌরসভাকে ধন্যবাদ জানাই তাঁরা কাজ শুরু করেছেন, আমরা আমাদের সাংসদ মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সাহায্য সহযোগিতা প্রার্থনা করি। শ্রদ্ধেয় অরুণদার (সরকার) বাড়িতে যে মিটিং হয় সেখানে তাঁকে বলেছিলাম প্রণববাবু ব্যস্ত মানুষ তবু তিন-চার বার তো আসছেন, আমাদের কয়েকজনের জন্য দশ মিনিট সময় বের করুন আমরা আমাদের মত তাঁকে বলব, প্রস্তাব গ্রহণ করা না করা তাঁর বিবেচনাধীন। কিন্তু আজও তা সম্ভব হয়নি। এখন পৌরসভায় শেষ মিটিং এ শ্রী বিকাশ নন্দ মহাশয় বলেছেন তিনি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে কিছু সাহায্যর চেষ্টা করবেন। সত্যি বলতে কি উনি খেলার জন্য যে পাহাড় প্রমান অর্থ ব্যয় করছেন তার সঠিক ব্যবহার হলে আমাদের মহকুমার খেলাধূলার চর্চার ধাঁচটাই বদলে দেওয়া যেত। যাইহোক এবার একটা মেঠো অভিজ্ঞতা দিয়ে শেষ করব। একাত্তর এর শেষ দিক এফ.ইউ.সি. মাঠে নক-আউটের খেলা, সুধীনদা (আমাদের ফুটবল গুরু) আমাকে সাইড ব্যাক মেরে খেলছেন, বিপক্ষদলের সমর্থকরা প্রচুর উল্টা পাল্টা বলছেন, মাঝে মাঝে অমনোযোগী হয়ে পড়ছি। পাশ থেকে সুধীনদা (৩য় পাতার)

যা হারিয়ে যায়

ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

জলে মাঠ ঘাট থৈ থৈ। আম-জাম-বট-পাকুড়-বাবলা-শিরিষ-তাল-নারকেল-নিম গাছের মাথায় নিকষ কালো মেঘ। ঠিক পূর্ণ যৌবনা নারীর কালো বরণের মত। মেঘের চাদর ছিন্ন করে সব সময় অঝোরে ধারাপাত। পুকুর থেকে উজানের দিকে কৈ-মাগুর প্রভৃতি মৎস্যকুলের মিছিল। এখানে মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথকে। পূর্ণ বর্ষায় 'সরস শ্যামল বঙ্গভূমির শিরা উপশিরাগুলি পরিপূর্ণ হইয়া তরুলতা তৃণগুল্ম ঝোপঝাড় ধানপাট ইক্ষুতে দশদিকে উন্মত্ত যৌবনের প্রাচুর্য যেন একেবারে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামের বেড়া, বাঁশঝাড় ও আমবাগান একেবারে জলের অব বহিত ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে – দেব কন্যারা যেন বাংলাদেশের তরুমূলবর্তী আলখালগুলি জলসেচনে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।' সেই বর্ষাকে আর খুঁজে পাই না। বর্ষার সেই জলছবি হলুদ বনে নাকছাবির মত হারিয়ে গেছে। এই বর্ষায় পিয়ালতরুর কোলে মালতীলতার ছন্দের দোলন গেছে কেটে। মেঘের ডমরু বেসুরে বাজে। আসলে সব কিছুর অন্তরালে পরিবর্তন কাজ করে চলেছে। অবশ্য 'পরিবর্তন' তো সৃষ্টির ধর্ম। তাই ঋতুচক্রেও পরিবর্তন। তবুও মনে সাধ জাগে বহুযুগের ওপার হতে আষাঢ় আসবে তার বিজয় রথে। প্রকৃতির বুকে জাগবে সাড়া। শ্রাবণের সুরবাহারে বর্ষার সুরগুলি মীড়ের চরণ ছুঁয়ে পড়বে ঝরে। কদম কেতকীর বুকে লাগবে মাতন। আষাঢ় অথবা শ্রাবণের বাতাস হয়তো আমাদের কিছুক্ষণ ভুলিয়ে দেবে জীবনের লেন-দেন, লাভ ক্ষতির শুভঙ্করী।

জঙ্গিপুর পুরসভার উন্নয়নমূলক কাজ পুরো

(১ম পাতার পর)

অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হবে। অন্যদিকে ম্যাকেঞ্জি মাঠে স্পোর্টস্ কমপ্লেক্সের কাজও স্থানীয় ঠিকাদারদের দিয়ে শুরু হয়েছে। এছাড়া ফুলতলায় মার্কেট কমপ্লেক্সের কাজ করছেন জিয়াগঞ্জের এক ঠিকাদার। তাড়াতাড়ি পাইলিং এর কাজ শুরু হবে। এক সাক্ষাতকারে বর্তমান পুরো বোর্ডের অন্যতম কাউন্সিলার মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য এ খবর জানান।

গোল দিয়ে দে চুপ করে যাবে

(২য় পাতার পর)

বললেন ওদিকে কান দিস না, গোল দিয়ে দে সবাই চুপ করে যাবে। তাই আজ বলছি গোল দিয়ে দিয়েছি আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ন্যুনতম স্বাচ্ছন্দ্য পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে আন্তরিক।

নমস্কারসহ

সুভাষ মুখার্জী - মুর্শিদাবাদ জেলা দল ১৯৭৫
মুস্তফা খাঁন - ফুটবলার সদস্য কমপ্লেক্স কমিটি
অশেষকুমার দাস - সম্পাদক, জঙ্গিপুর মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া সমিতি
অম্বিকা রাহা - মুর্শিদাবাদ জেলা দল ১৯৮২
তাপসকুমার রায় (রাজা) - মুর্শিদাবাদ জেলা দল ১৯৯০
সুবোধকুমার দাস - মুর্শিদাবাদ জেলা দল ১৯৭৪
মহঃ আনারুল ইসলাম - মুর্শিদাবাদ জেলা দল ১৯৯৯
মহঃ সলিমুল্লাহ - মুর্শিদাবাদ জেলা দল ১৯৭৯
মহঃ আসাদুল্লাহ - এ্যাথলেট পঃ বঃ ১৯৮২
মেহেদি হাসান - মুর্শিদাবাদ জেলা দল ২০০৭
বিনয়কুমার সরকার - (প্রাক্তন ফুটবলার ও যুগ্ম সম্পাদক, জঙ্গিপুর মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া সমিতি)

সারিফুল ইসলাম, এম.পি.এড. (এম.ফিল, লেকচারার ফিজিক্যাল এডুকেশন প্রিমিয়ার স্কিল ফুটবল কোচ, ইণ্ডিয়া ট্রেণ্ড বাই ব্রিটিশ কাউন্সিল এণ্ড প্রিমিয়ার লীগ)

দীর্ঘ কর্মজীবনের স্বীকৃতি পেলেন ২১৭ জন

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফরাক্কা সুপার থারমাল পাওয়ার স্টেশন কর্তৃপক্ষ নিরবচ্ছিন্ন ২৫ বছর এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ৯৪ জন কর্মীকে গোল্ড কয়েনসহ শংসাপত্র এবং ১৫ বছর ধরে কর্মরত ১২৩ জনকে সিলভার প্লেটসহ শংসাপত্র দিয়ে সম্মান জানান। এন.টি.পি.সি. টাউন শীপের রবীন্দ্র ভবনে গত ২৫ জুলাই এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে সংস্থার রিজিওনাল এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর (ইস্ট-১) ইউ.পি.পানি এবং জেনারেল ম্যানেজার কে. কে. শর্মা স্বস্ত্রীক উপস্থিত থেকে কর্মীদের হাতে স্বীকৃতি পুরস্কার তুলে দেন।

ট্রেন যাত্রীদের অশেষ কষ্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির মনিগ্রাম রেল স্টেশনের প্লাটফরমে কোন সেড না থাকায় শীত-বর্ষা-গ্রীষ্ম সব ঋতুতেই যাত্রীদের দুর্ভোগ বাড়ে। অথচ সাগরদীঘি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দৌলতে স্টেশনটির গুরুত্ব আজ জঙ্গিপুর স্টেশনের পড়েই। তার ওপর প্লাটফরম চত্বরে বিশাল বিশাল গর্ত করে রেখেছে রেল দপ্তর। যে কোন যাত্রী অসাবধানে চললেই বড় বিপদের সম্মুখীন হবেন। মনিগ্রাম স্টেশন মাষ্টারেরও এ ব্যাপারে কোন হেলদোল নেই। মালদা ডিভিশনের উচ্চ পদস্থ আমলাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন এলাকার নিত্য যাত্রীরা।

আউটডোরের রোগীরা এত অবহেলিত কেন ?

(১ম পাতার পর)

ইত্যাদি দূর দূর গ্রাম থেকে রোগীরা হাসপাতালে এসে জানতে পারেন ডাঃ সমাদ্দার এখনও ফেরেন নি। অসহায় রোগীর দল এব্যাপারে সুপারের সঙ্গে দেখা করতে গেলে ওয়ার্ড মাষ্টার জানান সুপার নাই। ডি.এন. হালদার সুপারের দায়িত্বে আছেন। কয়েকজন রোগী ডাঃ ডি.এন. হালদারের চেম্বারে গেলে ডাক্তার হালদার জানান – গতকাল রাত পর্যন্ত তিনি সুপারের দায়িত্বে ছিলেন। এরপর অসহায় রোগীরা ফের হাসপাতালে এসে অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের কাছে দাবী করেন – কেন নোটিশ বোর্ডে ডাক্তারের অনুপস্থিতির কথা জানানো হয়নি, কেন তাদের হয়রান হতে হচ্ছে দিনের পর দিন। এই ধরনের অবহেলা হাসপাতালের সব বিভাগেই চলছে।

RAMEL INDUSTRIES Ltd.
Regd. Off-15, Krishnanagar Road, Barasat, Kolkata-700126

মুর্শিদাবাদবাসীর জন্য সুখবর। Ramel Industries Ltd. অতি সত্বর সারা মুর্শিদাবাদে ৬টি Ramel Shoping Complex (Ramel Mart) এর উদ্বোধন করতে চলেছে।

* মুর্শিদাবাদের প্রধান প্রধান শহরে কোন সম্পত্তি বিক্রয় থাকলে Ramel Mart এর জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ স্থান- Raghunathganj Branch

র‍্যামেল মানে ভরসা
র‍্যামেল মানে আত্মবিশ্বাস
র‍্যামেল মানে প্রাণের বন্ধন

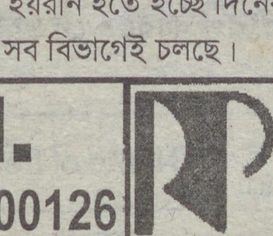

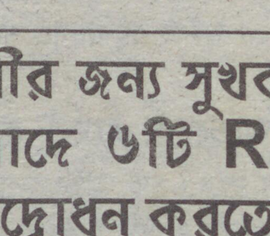

Organized and Published by Murshidabad Zone

দোতলা বাড়ী বিক্রী

জঙ্গীপুর ফাঁড়ির সামনে সদর রাস্তায় ৬ শতক জায়গার ওপর একটি দোতলা বাড়ী বিক্রী আছে।

যোগাযোগ: ০৩৪৮৩-২৬৯১০৬ (সকাল ৬টা –৮ টা, সন্ধ্যা ৭টা – ৯টা)।

মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদ

বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে নবগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত, কিরিটেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদ পরিচালিত, আসনদিঘী বহুমুখী প্রকল্পের সংযোজনীতে উল্লেখিত গাছ সকল বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ইচ্ছুক ক্রেতাগণের নিকট হইতে মুখবন্ধ খামে দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে। এই দরপত্র আগামী ৩০শে জুলাই ২০১০ তারিখে বেলা ৩.০০ ঘটিকার মধ্যে মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদে সচিব মহাশয়ের কক্ষের নিকটবর্ত্তী নির্দিষ্ট টেণ্ডার বাক্সে সেই দরপত্রের মুখবন্ধ খাম ফেলিতে হইবে। আগামী ৩০শে জুলাই ২০১০ তারিখে বেলা ৩-০০ ঘটিকার পর আর কোনো দরপত্রের মুখবন্ধ খাম ফেলিতে দেওয়া হইবে না। ঐ দিনই বেলা ৪-০০ ঘটিকায় সচিব মহাশয়ের কক্ষে ঐ দরপত্রগুলির বাক্স খোলা হইবে এবং মুখবন্ধ খামগুলি খোলা হইবে। দরপত্র প্রদানকারী প্রত্যেকে সেই সময় সচিব মহাশয়ের কক্ষে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। দরপত্র প্রদানকারী ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিকে ঐ কক্ষে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।

সংযোজনী

SL No.	Name of tree	No.of Trees	Girth	Volume
1.	Sishu	63	61-75	9.128 M^3
2.	Sishu	36	76-120	10.097 M^3
3.	Akaashmani	21	61-75	2.897 M^3
4.	Akaashmani	9	76-120	1.294 M^3
5.	Jangli	1	76-120	0.135 M^3
6.	Sirish	1	61-75	0.079 M^3
7.	Sishu (Pole)	34	50 cm	5 mts./above
8.	Akaashmani (Pole)	11	50 cm	5 mts./above
9.	Neem (Pole)	1	50 cm	5 mts./above
10	Babla (Pole)	1	50 cm	5 mts./above

অতিরিক্ত নির্বাহি আধিকারিক
মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদ।

পত্রাঙ্ক ১৭৪৮(১৬) জেঃ পঃ তারিখ ১৯/০৭/১০

উৎসবে, পার্বণে সাজাব আমরা

- রেডিমেড ও অর্ডার মতো সোনার গহনা নির্মাণ।
- সমস্ত রকম গ্রহরত্ন পাওয়া যায়।
- পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলীদ্বারা পরিচালিত আমাদের জ্যোতিষ বিভাগ।
- মনের মতো মুক্তার গহনা ও রাজস্থানের পাথরের গহনা পাওয়া যায়।
- K.D.M. Soldering সোনার গহনা আমাদের নিজস্ব শিল্পীদ্বারা তৈরী করি।
- আমাদের জ্যোতিষ বিভাগে বসছেন –

অধ্যাপক শ্রীগৌরমোহন শাস্ত্রী
শ্রীরাজেন মিশ্র

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার

হরিদাসনগর, রঘুনাথগঞ্জ কোর্ট মোড়
SBI এর কাছে, মুর্শিদাবাদ PH.: 03483-266345

কংগ্রেস কর্মীদের চাঙ্গা করতে রাহুলের পদক্ষেপ

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রত্যেক বুথ থেকে ১১ জন করে সদস্য নিয়ে বুথ কমিটি প্রস্তুত করা হয়েছে। কর্মীদের সক্রিয় করতে এবং দলের মধ্যে গতি আনতে এই পদক্ষেপ বলে জানা যায়। রাহুল গান্ধীর নির্দেশে দিল্লী থেকে যুব কংগ্রেস কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য একটি টিম এখানে আসে। তারা কর্মীদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসেন বলে খবর।

বিদ্যুৎ দপ্তরের সিকিউরিটি

(১ম পাতার পর)

চারমাস সময় দিয়েছে। স্টেশন ম্যানেজার মহঃ সেরাজুল হক জানান, এর মধ্যে দিয়ে কোম্পানী একটা সামগ্রিক 'অ্যাসেস্‌মেন্ট' করতে চেয়েছে এবং বছরের মোট ব্যবহার্য্য ইউনিটের উপর গড় করে এই ডিমাণ্ড করা হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন কোম্পানীর অ্যাসেসমেন্টের জন্য সাধারণ মানুষ কেন টাকা দেবে ? উল্লেখ্য, স্থানীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এই বিল পরিশোধ না করতে আবেদন করা হয়েছে এবং বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি হিসাবে গত ২৫ জুলাই রঘুনাথগঞ্জ শহরে একটা পাবলিক মিটিংও হয়েছে।

টাকা তছরূপের অভিযোগ এজেন্ট হাজতে

(১ম পাতার পর)

বিরুদ্ধে কোর্টে কেস করে। ধৃত অভিযুক্তরা কোর্ট থেকে জামিন পান। ম্যানেজমেন্ট নাকি ওদের ৪ লক্ষ টাকা জমা দিয়ে পুনরায় কাজে যোগ দিতে বলে। ১ লক্ষ টাকা জমা দিয়ে ম্যানেজার ও ক্যাশিয়ার পুনরায় চাকরীতে যোগ দেন। তরুণ রোজভ্যালী ছেড়ে দিয়ে অন্য এক সংস্থায় যোগ দেন। এই পরিস্থিতিতে রোজভ্যালীর মেনেজমেন্ট পুনরায় তরুণের বিরুদ্ধে টাকা তছরূপের অভিযোগ আনলে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। তিনি এখনও হাজতে।

প্রণববাবুর প্রতিশ্রুতিকে ভেঙচি কাটছে

(১ম) পাতার পর

করেন ভোটে জয়ী হলে তার প্রথম কাজ হবে উমরাপুর গ্রামে চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা। কিন্তু সে কথা কথাই থেকে গেছে। আজও পাহাড়ী নদীর কোল ঘেঁষে বাঁশের ব্রীজে ভর করে চলাচল করতে হচ্ছে আমজনতাকে। মাঝে অরঙ্গবাদের বিধায়ক রাস্তা তৈরীর উদ্দেশ্যে বেশ কিছুটা ডাঙ্গা কেটে রাস্তায় মাটি ফেললেও সে সব মাটি নদীর জলে প্রায় ধুয়ে গেছে।

NATIONAL AWARD WINNER 2008

Coolfi ICE CREAM
AN ISO 9001-2000

ডিলারশিপ ও পার্টি অর্ডারের জন্য যোগাযোগ করুন –
গোবিন্দ গাঁস্তিরা
মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন-০৩৪৮৩-২৬২২২৫ / মো.-৯৭৩২৫৩২৯২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।